ফেইস্‌বুক

প্রদীপ সাহা

বর্তমান অনলাইন জগতে 'ফেইস্‌বুক' সর্ববৃহৎ ট্রাফিক সাইট হিসেবে পরিচিত। ২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করে ২০০৭ সালের মধ্যে 'ফেইস্‌বুক' এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২১ মিলিয়নে। বর্তমানে ৬০০ মিলিয়নেরও অধিক সদস্য এই জনপ্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইটটির সাথে নিবন্ধিত যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। ২০১২ সালের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ১ বিলিয়নে পৌঁছতে পারে বলে 'ফেইস্‌বুক' কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে। অন্য সব প্রযুক্তির মতো এই 'ফেইস্‌বুক'ও ভাল উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল। সময়ের সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় তার অপব্যবহার। 'ফেইস্‌বুক' ব্যবহার নিয়ে এখন অভিভাবকদের মধ্যে অনেক সংশয়। বিশ্বব্যপী প্রতিনিয়তই 'ফেইস্‌বুক' অপব্যবহারের খবর আসছে যা সুখকর নয়। এই লেখাটির মূল উদ্দেশ্য 'ফেইস্‌বুক' এর ভাল দিকগুলোর উপর সামান্য আলোচনা করে তার অপব্যবহার বা খারাপ দিকগুলোর প্রতি বিশেষ আলোচনা করা।

তের বৎসর বা তার উর্ধ্বে যেকোন বয়সের কেহ 'ফেইস্‌বুক' এর শর্ত অঙ্গীকার করে এই সামাজিক সাইটটির সদস্য হতে পারে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের সময় বয়স যাচাই করার কোন পদ্ধতি না থাকায় নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম বয়সেই সদস্য হওয়া যায়। 'ফেইস্‌বুক' কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ বিষয়টি বিশেষভাবে অবগত। সামনে হয়তো কিছু সংযোজন হবে। তবে অদ্যাবদি 'ফেইস্‌বুক' এর রেজিস্ট্রেশন ও তার ব্যবহার বিনামূল্যেই করা যাচ্ছে।

'ফেইস্‌বুক' ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে যারা এটিকে সামাজিক বন্ধন তৈরিতে (social networking) ব্যবহার করে। হারিয়ে যাওয়া পুরাতন বন্ধুদের সন্ধান ও পূনর্মিলিত হওয়া, নতুন বন্ধু তৈরী করা, ইত্যাদি। তারা এই যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা, দেশ বিদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও মন্তব্য তুলে ধরে। তার পরবর্তী শ্রেনীর ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে যারা শিক্ষা/গবেষণা, ব্যবসা–বানিজ্য, ও ব্লগার হিসেবে পরিচিত। ছাত্র–ছাত্রীরা, গবেষণাকারীরা নিজেদের মধ্যে তথ্য, জ্ঞান বিনিময় করে থাকে। প্রিয় লেখক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্লগারদের সাইটে নিয়মিত ভ্রমন না করেও বিশেষ কি হচ্ছে না হচ্ছে জানা যায় 'ফেইস্‌বুক' এ প্রিয় সাইটটি বা প্রিয় লেখককে 'বন্ধু তালিকায়' যোগ করে। স্বল্প সময়ে বৃহৎ সামাজিক বলয়ে যোগাযোগ রক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী 'ফেইস্‌বুক' এর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। তার উৎকৃষ্ট প্রমান মিলে সাম্প্রতিক মিশরের ঘটনা থেকে। মিশরের শাসক হোসনী

মোবারকের ৩২ বৎসরের শাসনের অবসান ঘটে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। বোদ্ধাদের ধারনা, মিশরের এই সরকার বিরোধী আন্দোলনে জনমত তৈরীতে 'ফেইস্‌বুক' এর অবদান প্রচুর।

এবার আসা যাক 'ফেইস্‌বুক' এর অপব্যবহারের দিকগুলো যা এ লেখার মূল উদ্দেশ্য। যদিও 'ফেইস্‌বুক' এর নিয়মানুযায়ী ১৩ বৎসর বয়সের নীচে কেহ সদস্য হতে পারবে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও 'ফেইস্‌বুক' এর সদস্য হয়ে যায়, যা 'ফেইস্‌বুক' নিয়ম ও শর্তবিরোধী। 'ফেইস্‌বুক' এর নিয়ম ও শর্ত ভঙ্গ করে তারা বয়স লুকিয়ে সদস্য হয়ে যায়। আমেরিকায় ৮০০ আন্ডারগ্র্যজুয়েট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জরিপে দেখা গেছে, ৭০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের একাউন্টের প্রাইভেসী সেটিং সম্পর্কে ধারণা নেই বা 'ডিফল্ট সেটিংস' এর মাধ্যমে ব্যবহার করে যাচ্ছে। আন্ডারগ্র্যজুয়েট ছাত্রছাত্রীর যদি এ অবস্থা হয় তাহলে প্রাইমারী ও হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর কি অবস্থা হবে। সুখবরের বিষয় যে, এখন কিছু কিছু অতি সচেতন স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীকে সঠিকভাবে 'ফেইস্‌বুক' ব্যবহারের উপর পরামর্শ ও নির্দেশনা দিচ্ছে।

উন্মুক্ত একাউন্ট সেটিংসে তারা তাদের বা পরিবারের তোলা সবধরনের ছবি 'ফেইস্‌বুক' এ পোস্ট করছে। এমনকি অন্য বন্ধুদের ছবিও পোস্ট করছে যা অতি সচেতন বন্ধুদের অভিভাবক দেখে বিচলিত তো হবেনই, দুই পরিবারে বিরোধও লেগে যেতে পারে। কনসিউমার রিপোর্ট (মে ২০১১) এর জরিপ অনুযায়ী ৭.৫ মিলিয়ন 'ফেইস্‌বুক' ব্যবহারকারীর বয়স ১৩ বৎসরের নীচে, তার মধ্যে সিংহ ভাগ ব্যবহারকারীর বয়স ১০ এর নীচে। আরও সংশয়ের বিষয় হলো উক্ত শ্রেনীর

'ফেইস্‌বুক' ব্যবহারকারী অধিকাংশ অভিভাবকদের সঠিক ধারণা নেই তাদের ছেলেমেয়েরা 'ফেইস্‌বুক' এ কি করছে। অল্পবয়স বা অপরিণত জ্ঞানের এ ব্যবহারকারীদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই যে, উন্মুক্ত একাউন্ট সেটিংসে যেকেহ এ ছবি দেখতে পারে, ডাউনলোড করতে পারে এবং অসদ্‌ভাবে ব্যবহার করতে পারে। এমনকি 'ফেইস্‌বুক' কর্তৃপক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাছে ছবি বিক্রয় করে দিতে পারে যদি সঠিক সেটিংস না থাকে। সম্প্রতি 'দৈনিক সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'' এর খবরে জানা যায় – ২টি ছাত্র সুকৌশলে তাদের এক সহপাঠি বান্ধবীর 'ফেইস্‌বুক' পাসওয়ার্ড জেনে নিয়ে মেয়েটির একাউন্টে কিছু আপত্তিজনক ছবি ও লেখা পোস্ট করে দেয়। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত অভিভাবক হয়ে পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। এটা নিশ্চিত যে, যেদু'টি ছেলে এ কাজ করেছে তারা নিজেরাও ঠিকভাবে জানেনা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম কি হতে পারে। এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় তা হলো – মেয়েটি তার ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড বন্ধুদের দিয়েছে যা ঠিক করেনি, আর যে বন্ধুরা অন্যের ব্যক্তিগত একাউন্ট খুলেছে ও আপত্তিজনক কাজ করেছে তাও ঠিক করেনি। ঘটনাটিতে দুপক্ষেরই দোষ রয়েছে যার কারণ তাদের অল্প বয়স ও এধরনের কৃতকর্মের পরিণাম বুঝার অক্ষমতা। আর অন্যদিকে 'ফেইস্‌বুক' কর্তৃপক্ষেরও দোষ রয়েছে রেজিস্ট্রেশনের সময় বয়স যাচাই না করা। যদিও আইন অনুযায়ী 'ফেইস্‌বুক' কর্তৃপক্ষ সহজেই পার পেয়ে যাবে।

অল্প বয়সের ব্যবহারকারীদের আরও একটি সমস্যা হলো ওরা অপরিচিত লোককে বন্ধুতালিকায় নিতে দ্বিধাবোধ করে না। অপরিচিত কারোর 'ফেইস্‌বুক' এ দেয়া

পরিচয় যাচাই বা বুঝার ক্ষমতা তাদের নেই। আর সে কারণে অনেক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। ২০০৭ সালে যুক্তরাজ্যে এমনি একটি ঘটনা নিয়ে অনেক তোলপাড় হয়েছিল। ৩৩ বৎসর বয়সের এক যুবক 'ফেইস্‌বুক' এ ভূঁয়া পরিচয়ে প্রোফাইল তৈরী করে ১৭ বৎসর বয়সের এক কিশোরীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে। মেয়েটিকে এক পর্য্যায়ে ডেটিং এর নাম করে অপহরণ, ধর্ষণ ও শেষে খুন করে। সাড়া জাগানো এ ঘটনাটির ইতি ঘটে অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদন্ডের মাধ্যমে।

অধিকাংশ অভিভাবক যাদের সন্তানদের বয়স ১৩ এর নীচে বা একটু উপরে শোনে হয়তো বলবে যে, 'ফেইস্‌বুক' এ বেআইনী রেজিসট্রেশন, ছবি পোস্ট, এক আধটু অসংযত লেখা বা লিঙ্ক পোষ্ট করলে তেমন কি আর হবে। সমস্যা না আসলে সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা একবার এসে গেলে সমস্ত অনিয়মই বেরিয়ে আসবে। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার মতো কঠিন আইনের দেশে এ সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়গুলো উপেক্ষা করা অনুচিত। সম্প্রতি সিডনির একটি প্রাইভেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের জানান যে, ইন্টানেটে যেকোন অসংযত লেখা বা পোষ্ট স্থায়ীভাবে রেকর্ড হয়ে যেতে পারে যা পরবর্তীতে যেকোন সমস্যার উদাহরণ হিসাবে চলে আসতে পারে। কোন কিশোর–কিশোরী যে ভুল ১৫ বৎসর বয়সে করছে তা কোন কোম্পানীর মালিক ১০ বৎসর পরও উদ্‌ঘাটন করতে সমস্যা হবে না। প্রধান শিক্ষক দশম শ্রেনীর আগ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীকে 'ফেইস্‌বুক' ব্যবহার না করার জন্য অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি 'ফেইস্‌বুক' একটি অসাধারণ উদ্ভাবন যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়, নিয়মিত অজানা অনেক কিছু বন্ধুদের মাধ্যমে জানা যায়, দৈনন্দিন শিক্ষা ও জ্ঞান আদান–প্রদান করা যায়, চিত্তবিনোদন করা যায়। কিন্তু ছোটছোট ছেলেমেয়েরা যারা তাদের সহপাঠি বন্ধুদের কাছ থেকে 'ফেইস্‌বুক' ব্যবহার করার জন্য ভীষণ চাপে থাকে তাদেরকে 'ফেইস্‌বুক' এর অপব্যবহার ও তার পরিণাম সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দিতে হবে। অন্য অনেক কিছুর মতো এ ব্যপারটিতেও নিয়মিত সজাগদৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে তাদের 'ফেইস্‌বুক' এ বন্ধু তালিকায় থাকতে হবে এবং নিয়মিত তাদের 'ফেইস্‌বুক' প্রোফাইল পরিদর্শন করতে হবে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই পৃথিবীতে ছেলেমেয়েদেরকে তাদের নিজস্ব বন্ধুপ্রিয় বলয় থেকে দুরে বা বিচ্ছিন্ন রাখা কঠিন ব্যাপার যা অনেক সময় হিতে বিপরীতও হতে পারে। কিন্তু যা আমাদের করা নিতান্ত প্রয়োজন সেটি হলো যতটুকু সম্ভব তাদের সন্নিকটে থাকা, পরিদর্শন (supervise) করা ও তাদের সাথে বন্ধুর মতো চলা।

২ জুন, ২০১১, উড্‌ক্রফট, সিডনি

pradip_saha1@yahoo.com